জেলাস লাগে

জামিল হাদী

কবি/প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই পুনঃউৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

জেলাস লাগে
জামিল হাদী

প্রথম প্রকাশঃ বইমেলা ২০২৪
© কবি

অর্থব
১৬, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
arthabapublications@gmail.com

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
২৫, প্যারিদাস রোড, ঢাকা- ১১০০।

প্রচ্ছদঃ জামিল হাদী
বইমেলা পরিবেশকঃ ছিন্নপত্র প্রকাশন

ISBN: 978-984-35-9036-7

উৎসর্গ

রিত্রী,
একটা কবিতার বই তোমার পাওনা ছিলো।
সেই বই হাতে পেয়ে তোমার উচ্ছ্বাস দেখাটুকু আমার পাওনা ছিলো।
যেহেতু কেউ কারো পাওনা বুঝে পেলাম না, তাই বইটা উৎসর্গহীন থাকুক।
পাতায় পাতায় উৎসব হোক আমাদের এই যৌথ উৎসর্গহীনতা ঘিরে

কবিতাক্রম

আসর ভাঙার পর ৯
সন্ধিক্ষণে ১০
প্রবঞ্চক ১১
পুকুর ১১
প্রার্থনা ১২
শেষকৃত্য ১২
রিত্রী ১২
নিঃশেষে ১৩
রিখটার ১৪
ম্লান গোধূলি ১৫
অস্থায়ী ঠিকানা ১৫
যমজ ১৬
প্লে স্টোর লাইফ ১৭
শালিকের নালিশ ১৮
শেষ লেখার পরের লেখায় ১৯
তোমার অলক্ষ্যে ২০
বিলুপ্ত ২১
π লাইফ ২২
অ নু মা ন ২৩
ব্রাত্য আলো ২৪
ভ্রান্ত উড়ান ২৪
অকাল বেলা ২৫
তোমার জন্যে ২৬
বনাম ২৭
জবানবন্দী ২৮
কাদামাটির বসন্ত ২৯
আবার... একবার... ৩০
যদি কোনো দিন ৩১
অকারণে যদি... ৩২
চাকরি ৩৩
৩৪ রঙধনী
৩৫ শত্রু
৩৬ অনুপস্থিতি
৩৭ শ্রাবণ শপথ
৩৮ ডেইজির সাদা টাইম ফুল
৩৯ নির্লিপ্ত এই সময়ে...
৩৯ প্রতিশব্দ
৩৯ রন্ধ্রাঙ্গী
৩৯ ছিন্নালয়
৪০ মন পুঁথিগর
৪০ কোলাহলের বৃত্তে...
৪০ সাইকেল
৪১ শুদ্ধি
৪২ মিলনায়তন
৪৩ ?
৪৪ প্রলম্বিত [৪]
৪৫ আয়নান্তর
৪৫ প্রতিস্পর্ধী
৪৫ অসমাপ্তিকা
৪৬ ব্যাকল্যাশ
৪৭ এই পথ
৪৮ হতে পারো...
৪৯ সমন্বয়ী
৫০ বর্ষা অনশন...
৫১ বিরোধ অধ্যায়
৫২ দ্বিতীয় নেই
৫৩ অযোগ্য
৫৪ মেঘদূর পথে...
৫৫ অযৌক্তিক
৫৬ তোমারই মতো কেউ
রক্তাভ - ৩ ৫৭
দাগ ৫৮
নিহীন হাওয়া হাসে ৫৯
না ফেরা ৬০
অনিঃশেষিত ৬১
মধ্যাহ্ন বিরতিতে ৬২
শুনেছি.... ৬৩
ভিক্ষুক মেঘ ৬৪
শূন্য সমগ্র ৬৫
ফোবিয়া ৬৬
অ । ব । শে । ষ ৬৭
প্রামাণ্য ৬৮
হৃদয় আগ্রাসী ৬৯
প্রিয় দহনেষু ৭০
বিবর্ণ জয়ন্তী ৭১
প্রহরী ৭২
প্রশ্ন ৭৪
জুয়াড়ী ৭৫
কা । বা । ডি ৭৬
—। নিরুত্তর ।— ৭৭
জলবধূ ৭৮
শব সাক্ষ্য ৭৯
শূন্য শিরোনামে... ৮০
ক্ষতক্ষয়ী ৮২
প্রহসনিয়তি ৮২
অহমপ্রেমী ৮২
হুঁশিয়ারি ৮৩
স্বীকার্য ৮৩
জেলাস লাগে... ৮৪
অপ্রকাশ্য পৃথিবী ৮৫
রায় ৮৬
আরক্তিম ৮৭
তারপরও... ৮৮
৮৯ নিম্নবিত্ত
৯০ গান হতে পারিনি
৯১ শ্বেত পত্র
৯২ বিচ্ছিন্নতাবাদী
৯৩ কানামাছি
৯৪ এক যে ছিল শুক্রবার
৯৬ হৃদ শুমারি
৯৮ হয়তো
৯৯ শ্রাবণ শপথ
১০০ আমাদের দেখা
১০১ উত্তর মেলে ধীরে
১০১ সওদাগর
১০২ বর্ষা-বদল
১০৩ অপরাজিত
১০৪ বে-নসিব
১০৪ উ ধা ও
১০৪ ছায়া মৃত্যু
১০৪ অ বি চ্ছে দ্য
১০৫ চির দ্বৈরথ
১০৫ সমতা
১০৬ জলোপোন্যাস
১০৬ দুই গন্তব্য
১০৬ ডাকঘর
১০৬ ডাক টিকিট
১০৭ অস্পর্শিক
১০৭ অকৃতকার্য
১০৭ গোল্লাছুটের হাওয়াই মিঠাই
১০৭ মুলতুবি
১০৮ অজর অবসর
১০৮ অণুসঙ্গী
১০৮ স্ব-রনার্থী
১০৮ অমনসিক
১০৯ লোভীজাত্য

পাখি ১০৯
মানসাঙ্ক ১০৯
তুমিস্বেষী ১১০
হৃদয়ে... ১১০
ক য়ে দী ১১০
দূরত্বানুবাদ ১১০
স্মরণালয় ১১১
অনুরণনী ১১১
হৃদ মজুর ১১১
প্রতিশব্দ ১১১
দখল ১১১
শব্দাঙ্গী ১১২
মননী ১১২
নাস্তিক ১১২
অথর্ব সত্য ১১২
দূরান্তিক ১১২

১১৩ নিহীনে...
১১৩ ক্ষীণ যাত্রী
১১৩ অনুল্লেখের মেঘে
১১৩ পাওয়া
১১৪ বীতশ্রদ্ধ
১১৪ ক্লিশে
১১৪ বিরোধ তীর্থ
১১৪ প্রতিবিম্বদ্বয়ী
১১৫ উপমা
১১৫ অনুরোধ...
১১৬ ক্রাশ কনফেশন
১১৭ [সন্ধি বিচ্ছেদ]
১১৭ [ম হা জা গ তি ক
। স ম্ভা ব্য তা]
১১৮ দখল
১১৯ এমন দিনে...

আসর ভাঙার পর

আমাকে কিনে নিয়ে যাও তুমি ঠিকই
তবে তা আরেকজনের হাত দিয়ে।
তোমার ক্ষোভ এখনো মেটেনি
তাই মাঝখানে চলে আসে অপরিচিত একটা হাত।
আমি জানতেও পারি না, ঐ হাত আসলে তোমারই,
যে হাতের টাকা দিয়ে খেয়ে ফেলতাম বিবশ দুপুর।
ভাতের টাকা বাঁচিয়ে আমার হাতে গুজে দেয়া তোমার ঐ বিশ টাকা আজ কালের চাহিদায় ২৫০ টাকা হয়েছে।

তোমার জন্যেই বইয়ের ব্যাক ফ্ল্যাপে আমাকে লিখতে হয় ——
আমি আপনার খুব পরিচিত কেউ।
বই পড়া শেষে জেনে যাবেন আমি আপনার পরমাত্মীয়।
আমি আপনার কেউ না তবু আমি আপনার সবকিছুই।
আমি ঝাপসা সুর। আপনি যার স্পষ্ট গান।

শুধু তোমার জন্যে আমাকে মুখোশ পরে সর্বজনীন হতে হয়।

তা নাহলে ব্যাক ফ্ল্যাপে আপনার জায়গায় তুমি লিখে দেয়ার সাহস আমার চিরকাল ছিল। আছে, থাকবে।

[২১শে ফেব্রুয়ারী । ২০২১]

সন্ধিক্ষণে...

ভালোবাসলে, চোখের মতো বোবা হয়ে যেতে হয়।
ভালোবাসলে পরীক্ষা তো দ্বিতীয়জনের।
সে খুঁজুক, জানুক, চিনুক। কে তার অপেক্ষায় থেকে থেকে দেখে ফেলেছে পাঁচ দশকের প্রতিটি দুর্ভিক্ষ।

ভালোবাসলে, ধানের গোলা হয়ে যেতে হয়।
আবিষ্কারের দায় তো দ্বিতীয়পক্ষের।
সেই-ই আসুক, রাস্তা ভুলে আবার ফিরুক...
হাহাকারের রঙধনু দেখে চিনে নিক কে তার জন্য মজুত করে রেখেছে মাটির চাদর বুনে পাওয়া
আদুরে পশমী আতপ চালের গোটা পৃথিবী।

[৫ই ডিসেম্বর । ২০২২]

প্রবঞ্চক

পুকুরের পাড় ঘেঁষে দাঁড়ানো বাবলা গাছটা
পানির দিকে হেলে যাচ্ছে পিঠকুঁজো বয়সী মানুষের মতো।
পানির চিবুক আর গাছের পাতার ব্যবধান রয়েছে আর মাত্র একসুতোর!

দূরত্ব কমাতে পা না, মন লাগে গাছ —— জানে।

জানি আমরাও ——
আমরা আমাদের মন পায়ে পায়ে নিয়ে ঘুরি।

[৯ই আগস্ট । ২০২২]

পুকুর

গেরস্থি বউয়ের চাল ধুতে ধুতে মনে পড়ল—— একজন তাকে এই
পানিতেই চাঁদ দেখিয়েছিল!

[৩০শে সেপ্টেম্বর । ২০২২]

প্রার্থনা

ফিরে যে আসবে না আর কখনো...
তার ফিরে না আসাই হয়ে উঠুক জন্মদাগের মতো সত্য।

শেষকৃত্য

ছয়শোতম বিষণ্ন দিনে দুটো পাথর রেখো চোখের কবরে...
অন্ধ তো আমরা সেই কবে থেকেই।

রিত্রী

তুমি তিলফুলের পাপড়ি। যার জেগে ওঠা দেখতে নির্ঘুম
থাকে পৃথিবীর সকল কিছু...

নিঃশেষে...

খিলক্ষেত থেকে পরমাণু...
রূপসা থেকে নিউমার্কেট...
আম্বরখানা থেকে চাঁদনীঘাট...
দূর্গাসাগর থেকে বিবির পুকুর...
লালদিঘী থেকে লাভ লেইন...

সব শহরের সব রাস্তায় কত কোটিস্র তুমি মিশে আছে সহরাস্র আমি'র দেয়াল লিখনে।

আমাদের চেনা বাতাস, কেনা সময় সবকিছু থির হয়ে
দাঁড়িয়ে আছে এখনো আধ খাওয়া চায়ের কাপের সাইনবোর্ড হয়ে।

ভাঙারির দোকানে দেখা হবে অবশ্যই।
অথবা তার কয়েকদিন আগে...
ফেলে দেবার আগমুহূর্তে...
চিরকুটের কোনায়।

[১৫ই মার্চ । ২০২৩]

রিখটার

প্রান্ত বদলের পর ভাবলাম আমাদের সুঁই-সুতা জীবন এবার যার যার মতো আলাদা উড়তে পারবে।
আমাদের হাতকড়া গুলো এবার সাঁতার দিতে শিখবে।
জাতীয় পরিচয়পত্রের অক্ষরেরা আমাদের খুঁজে হয়রান হয়ে হাল ছেড়ে দেবে।
হালনাগাদে লেখা থাকবে
—— আমরা আজীবনের ফেরার।

তবু আঙুলের ছাপ বিশ্বাসঘাতকতা করল।

যেখানেই জৈবিক দরকারে আঙুল ছোঁয়াই
সেখানটাই বলে ওঠে ——

এটা তো তুমি না। এটা তো সে!
তোমার আঙুলও কি এরকম বিশ্বাস ভেঙেছে?

[৩রা আগস্ট । ২০২২]

ম্লান গোধূলি

আগুনের উলটো পিঠে আগুনই থাকে।
ছাইয়ের উলটো পিঠেও ছাই।
হয়তো তাই,
আমাদের গোধূলির উলটো পিঠে
বেজে চলেছে দুই টুকরো বিষণ্ন সানাই।

অস্থায়ী ঠিকানা

ফিরতে নেই সেখানে ——
যেখানে যেতে গেলে ভাঙা সে সাঁকোর কথা
বার বার মনে পড়ে যায়...
পিছিয়ে যাওয়ার কথা মাঝপথে এসেও ভাবায়...

ফিরতে নেই দুই মন নিয়ে।
ফিরতে নেই অস্থায়ী আবেগের পুরোনো পাড়ায়।

যমজ

তুমি যেমন আছো,
আমিও তেমনই আছি।
আমাদের বন্দুবান্ধব যদিও তা বিশ্বাস করে না।

তাতে কী!

সব হৈ-হল্লাতে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে, বিয়ের দাওয়াতে, পিকনিকে, স্কুল, কলেজের পুনর্মিলনী-তে
একফাঁকে একা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যারা,
সৌজন্যের খাতিরে যাদের ছবির হাসি কখনোই মলিন হয় না বরং সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায় —— তারা কে?

আমরাই তো!
তুমি আর আমিই তো।

বন্ধুরা এসব মানতেই চায় না।
তোমাকে বলে—— আমি ভুলে গেছি।
আমাকে বলে—— তুমি।

অথচ ওরা জানেই না যে ——
আমরা দুইজন চক্রিক কানামাছি!

তাই বোঝে না!

তুমি যেভাবে যেমন আছো,
আমিও ঠিক তেমনই হুবহু সেভাবেই আছি।

[১০ই ফেব্রুয়ারী । ২০২২]

প্লে স্টোর লাইফ

সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আটকে গেছে পৃথিবীর নিঃশ্বাস।
জি.পি.এস জানাচ্ছে ঠিক কতটা কাছাকাছি আছে নিকটতম আত্মহত্যার ফাঁদ
এবং
ঠিক কয় পা গেলে পাওয়া যাবে ঝলমলে চা-কফির ছাদ।

ট্রু কলার অ্যাপ কলার ধরে বসে।
ভেস্তে যায় বহুদিন পর খুঁজে পাওয়া বাল্যবন্ধুর সাজানো অভিনয়।
স্মৃতিরোমন্থন শব্দটা চলে গেছে
আমাদের অভিধানের অপ্রচলিত শব্দবিভাগে।

বায়োমেট্রিকের কাছে বন্দী হয়ে গেছে আঙুলের মাথার স্বাধীনতাও। সেও তো অনেক দিন!

ডিএনএ স্যাম্পল জানাচ্ছে
আমি মানুষ না।
আমি আসলে এক দুস্থ বাদুড়।

ফলাফল জানার পর সবাই বিজয়ীর হাসি হাসছে।

আমিও হাসছি
অন্তরের অন্তরে বসে অট্টহাসি দিচ্ছি।

দুনিয়ার কোনো নার্কো টেস্ট সেইখানে পৌছাতে পারছে না
যেখানে গিয়ে আমি প্রতি মুহূর্ত স্বীকারোক্তি দিয়ে আসি ——

তোমাকে ছাড়া এই আমি... কোনোদিনই আমি না।
একদমই আমি না।
এক অণুও আমি না।

[২৯শে মার্চ । ২০২২]

শালিকের নালিশ

রিত্রী,
জানালায় যে পাখিটা এসে বসে রোজ,
সে বোধহয় মানুষ-জন্ম পেলে উকিল হত।

কীভাবে সে আমার মনের কথা বুঝে ফেলে তা চাক্ষুষ না দেখলে তুমি মানতে চাইবে না।

মনের কথা বুঝে ফেলার পরপরই জেরা শুরু করে সে।
জানালার কার্নিশে ততক্ষণে বিচারকের চেয়ারে রোদ বসে পড়েছে।
কিন্তু মনের কথায় তো আদালতের মন ভরবে না।
সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় পাখি-উকিলকে তাই খুব বিচলিত দেখায়।

রিত্রী,
আমার পক্ষে কোনো আইনজীবী নেই।
আমি তো তুমিজীবী!
পাখিটা জানে না।

[২৬শে জুন । ২০২৩]

শেষ লেখার পরের লেখায়...

আমার এই জনরায় ভালোবাসা নেই।
নেই কোনো হুট করে ফেরা।
আমার এই জনরায় মিথ্যেটাকেই
জেরা করে ভুল অংকেরা...

অধূমপায়ীর মতো বিরক্ত হই।
জ্বলে থাকে জোনাকির বিড়ি।
আসলে হয়তো তুমি আমার মতোই
ভেঙে যাওয়া পাখির এক নীড়-ই!

আমার এই জনরায় বহু কিছু আছে।
শুধু নেই জোড়া-লাগা চোখ।
যে চোখ পালিয়ে গেছে নিখোঁজের কাছে।
হয়ে গ্যাছে পাথর স্মারক।

আমার এই জনরায় মেঘের কথারা
মরে শেষে মাটির পরেই...
আমার এই জনরায় সবখানে তাই
যত পারি চাই তোমাকেই।

[৮ই জুলাই । ২০২৩]

তোমার অলক্ষ্যে

তোমাকে সেভাবে পাইনি আমি যেভাবে বাকিরা পেয়েছে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মতো ভরদুপুরে কোনোদিন প্রতিবাদলিপি হাতে নিয়ে
তোমার মুখোমুখি দাঁড়াইনি।
রাস্তায় পিচ গলে যাবার মতো করে কখনো গলতে দিইনি আমার অভিমান।

পাখির গা থেকে মাত্র খসে পড়া পালক
অথবা
গাছের হলদে পাতা...

এই দুইয়ের মাটি ছুঁয়ে জিতে যাবার, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কাব্যিকতার মতো করে, কখনো
তোমাকে পাওয়ার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নামিনি।

তোমাকে পেয়েছি ভাতঘুমে...
পেয়েছি সকালের আধখোলা চোখে পানির ঝাপটায়...
পিয়ানিস্টের অকেজো পিয়ানো কর্ডে...
রোডস এন্ড হাইওয়েজের হাতে মরে যাওয়া
শতবর্ষী গাছের মৃত্যুতে...

তোমাকে পেয়েছি আমি সেভাবে,
যেভাবে বাকিরা পায়নি কোনোদিন সাধনা করেও।

তাই হয়তো তুমিও আমাকে পেলে না।

[৪ঠা জুলাই । ২০২৩]

আমরা পুড়ছি সে উত্তাপে
যে যার জীর্ণ অভিশাপে
পোড়া শেষে হবো পাখি
ছাইয়ের উড়তে আর মানা কী!
তুমি বেখেয়ালে ওড়ো! আমি আকাশ হয়ে থাকি।

[১৭ই নভেম্বর । ২০২৩]